

হাইকোর্ট এর রায় ২০০৯, ১৪ মে (রিট পিটিশন নং- ৫৯১৬/০৮)

অনুযায়ী নিম্নের বিষয় গুলো যৌন হয়রানি বলে বিবেচিত হবে।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞা:

১. যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়-

- ক. অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ: যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা;
- খ. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;
- গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;
- ঘ. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;
- ঙ. পর্ণোথাফি দেখানো;
- চ. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;
- ছ. অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলঙ্কে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে কৌতুক বলা বা উপহাস করা;
- জ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;



ছবি: সংগ্রহীত



@sheequal
www.sheequal.com



হাইকোর্ট এর রায় ২০০৯, ১৪ মে (রিট পিটিশন নং- ৫৯১৬/০৮)
অনুযায়ী নিম্নের বিষয় গুলো যৌন হয়রানি বলে বিবেচিত হবে।

যৌন হয়রানির সংজ্ঞা:

- ১. ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্রহননের উদ্দেশ্য স্থির বা ভিডিও চিরি ধারণ করা;
- ২. যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;
- ৩. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হৃষকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;
- ৪. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্঵াস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

উপরে উল্লেখিত ১ক-ঠ আচরণসমূহ নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হৃষকি স্বরূপ এবং অপমানজনক। কোন নারী যদি এ ধরনের আচরণের শিকার হন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তার কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা যেখানে তিনি আছেন সেখানকার পরিবেশ তার বিকাশের জন্য বাধা বা প্রতিকূল হতে পারে তাহলে উক্ত আচরণসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হবে।



যৌন হ্যারানির শাস্তি:

দন্ত বিধি আইনের ২৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে, কোনো প্রকাশ্য স্থানের কাছাকাছি কোনো অশ্লীল কাজ করে অথবা কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনো অশ্লীল গান, গাথা সংগীত বা পদাবলি গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে; সেই ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে-দণ্ডনীয় হবে।

দন্ত বিধির ৫০৯ ধারায় বলা আছে যদি কেউ কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্য কথা, অঙ্গ ভঙ্গি বা কোনো কাজ করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তিকে এক বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সাজা বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ: ৭৫ ধারা অনুযায়ী সমাজে অশালীন বা উচ্ছ্বেষ্য আচরণের শাস্তি হিসেবে তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ: এই অধ্যাদেশের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান থেকে দৃষ্টি গোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীন ভাবে নিজ শরীর এমন ভাবে প্রদর্শন করে, যা কোনো গৃহ বা দালানের ভেতর থেকে হোক বা না হোক, কোনো নারী দেখতে পায় বা স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো নারীকে পীড়ন করে বাস্তার পথ রোধ করে বা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গ ভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোনো নারীকে অপমান বা বিরক্ত করে, তবে সেই ব্যক্তি ১ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আম্যমাণ আদালত আইন অনুযায়ী, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে তখনই অপরাধ আমলে নিয়ে শাস্তি দিতে পারবেন। এই আইনে শাস্তি হবে সর্বোচ্চ দুই বছর।



ছবি: সংগৃহীত

যে সকল সম্ভাব্য স্থানে যৌন হয়রানি হতে পারে

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূলে
- পাবলিক প্লেসে
- রাস্তা-ঘাটে
- গণ পরিবহনে
- সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে
- মোবাইল ফোনে

কীভাবে নেবেন আইনের আশ্রয়

- প্রথমে নিকটস্থ থানায় গিয়ে দ্রুত বিষয়টি অবগত করতে হবে। লিখিত অভিযোগ ও করা যেতে পারে। যদি উভ্যজ্ঞকারী পরিচিত কেউ হয়, তাহলে তার নাম ঠিকানা দিতে হবে। আর যদি অপরিচিত হয়, তাহলে যদি তার চেহারার বর্ণনা দেওয়া যায় তালো এবং ঘটনা ও ঘটনাস্থল সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে হবে।
- থানায় যদি অভিযোগ না নেয়, তাহলে সরাসরি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ আছে।
- কেউ যদি এ ধরনের হয়রানির শিকার হয় বা হচ্ছে, এমন কোনো ঘটনা দেখলে, আশপাশে ভার্ম্যমাণ আদালত পরিচালিত হলে ভার্ম্যমাণ আদালতকে সঙ্গে সঙ্গে অবগত করা উচিত। তাৎক্ষণিক ভাবে ভার্ম্যমাণ আদালত যদি হাতেনাতে প্রমাণ পান, তাহলে ঘটনাস্থলেই শাস্তি আরোপ করতে পারবেন।



যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশাবলী

- ☞ আপনার সাথে যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তবে দ্রুত নিকটস্থ থানায় তা জানান বা লিখিত অভিযোগ করুন।
- ☞ ঘটনা ঘটার সময় অপরাধী ও ঘটনাস্থল সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য মনে রাখার চেষ্টা করুন। যদি অপরাধীর নাম ঠিকানা জানা থাকে তবে পুলিশকে তা সঠিক ভাবে জানান। আর অপরাধী যদি অপরিচিত কেউ হয় তবে তার চেহারা ও পোশাক এর যথাসম্ভব সঠিক বর্ণনা দিন।
- ☞ ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। যে জায়গায় যাবেন সেখানকার পুলিশ অফিসারের ফোন নম্বর সংগ্রহে রাখুন।
- ☞ আপনি কোথায় আছেন তা সবসময় পরিবারকে জানিয়ে রাখুন।
- ☞ খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকুন।
- ☞ আশে পাশে যদি ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম থাকে তবে তা ভ্রাম্যমান আদালতকে জানান। দ্রুত প্রতিকার পাবেন।
- ☞ পুলিশ যদি অভিযোগ না নেয় তবে সরাসরি আদালতে মামলা করা যাবে।
- ☞ আপনার আশে-পাশে যদি অন্য কারো সাথে এমন ঘটনা ঘটতে দেখেন তবে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। আইনি সহায়তা পেতে ভুক্তভোগী কে সহায়তা করুন।
- ☞ শুধুমাত্র কাউকে হয়রানী করার জন্য বা প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন কোন অভিযোগ বা মামলা করা থেকে বিরত থাকুন।



@sheequal
www.sheequal.com